দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

NOV. 14 2002

অনিয়মের কারণে পীরগাছায় উপবৃত্তির আরো ১৪ লাখ টাকা ফেরত

রংপুর সংবাদদাতা ।। প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে ২/৩ গুণ বেশী ছাত্রী দেখানোসহ বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে পীরগাছা উপজেলায় উপবৃত্তি ও টিউশন ফি'র আরো ১৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা ফেরত গেছে। এ নিয়ে দু'দফায় ২৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা ফেরত গেলো। এর ফলে ৬ হাজার ৯১৩ জন প্রকৃত ছাত্রী উপবৃত্তির টাকা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

উপজেলার বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসার প্রধানরা উপবৃত্তির জন্য ২৬ হাজার ৩৯২ জন ছাত্রীর তালিকা পাঠান উপজেলা ফিমেল সেকেণ্ডারী প্রকল্প কর্মকর্তার কাছে। এসব ছাত্রীর উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ বরাদ্দ দেয়া হয় ১০৫ লাখ ৮৮ হাজার ৯৪০ টাকা। বলা হয়েছে, তৎকালীন উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা (ইউপিও) ছাত্রীদের প্রকৃত সংখ্যা যাচাই না করে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের তালিকাই চূড়ান্ত করেন। বর্তমান ইউপিও তালিকা অনুযায়ী উপবৃত্তি প্রদান করতে গেলে প্রকৃত ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। ইউপিও জানান, তালিকায় অধিকাংশ স্কুল-মাদ্রাসায় দ্বিগুণ এবং কোন প্রতিষ্ঠানে তিনগুণ ছাত্রী বেশী দেখানো হয়েছে। অনেক ছাত্রীর বিয়ে হয়ে গেলেও তারা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের আত্মীয়-স্বজন হওয়ায় এখনো উপ-

(১০ম পৃ: দ্র:)

অনিয়মের কারণে

(৯ম পৃ: পর)

বৃত্তি ভোগ করছে।

অতিরিক্ত ছাত্রী দেখানো ও বিভিন্ন অনিয়মের কারণে তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উপবৃত্তির টাকা দেয়া হয়নি। সেগুলো হলো কান্দি আর আই সিনিয়র মাদ্রাসা, মহিষমুড়ি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বাদু লস্কর উচ্চ বিদ্যালয়। সূত্র জানায়, কান্দি আর আই সিনিয়র মাদ্রাসা ৩৫৩ জন ছাত্রী দেখিয়ে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৬৬০ টাকার চাহিদাপত্র পাঠিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ওই মাদ্রাসায় ছাত্রী মাত্র ১৯৩ জন। মহিষমুড়ি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রকৃত ছাত্রীর সংখ্যা ১২৫ জন হলেও ২৪৯ জন ছাত্রীর নামে ১ লাখ ২ হাজার ২৪০ টাকা এবং বাদু লস্কর উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৭৫ জন ছাত্রীর জায়গায় ৩৪৯ জন ছাত্রী দেখিয়ে ১ লাখ ৫৫ হাজার ৬৫০ টাকার তালিকা পাঠানো হয়। সূত্র আরো জানায়, উপজেলায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো এমপিওভুক্তই হয়নি। অথচ এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা এতদিন উপবৃত্তির টাকা ভোগ করে আসছিল। এদের অন্যতম হোসানী দনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রকৃত ছাত্রীর সংখ্যা মাত্র ৪৭ হলেও ৩গুণ ছাত্রীর নামে উপবৃত্তির টাকা উত্তোলন করা হচ্ছে।